ধারণাপত্র- ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) বাংলাদেশ
CONCEPT NOTE - NATIONAL POPULATION REGISTER (NPR) BANGLADESH

ড. মো. শাহাদাৎ হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেন্সাস উইং ও
টিম লিডার, এনপিআর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো.
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়.
ইমেইল: shahadat52862021@gmail.com
/shahadat52862000@yahoo.com,
ওয়েব: www.bbs.gov.bd
www.google.com

১। ভূমিকা:

জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (NPR) একটি সুসমন্বিত (Comprehensive) ডাটাবেইজ- যেখানে প্রত্যেক বাসিন্দা (নাগরিকত্ব নির্বিশেষে), যিনি কোনো একটি দেশে বিগত ৬ মাস যাবৎ বসবাস করছেন কিংবা আগামী ৬ মাস বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করছেন তার বায়োমেট্রিক, জনতাত্ত্বিক ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

সকল নিবাসীর জনতাত্ত্বিক ও বায়োমেট্রিক তথ্য সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা এনপিআর এর মূল উদ্দেশ্য। NPR- এর মাধ্যমে সুচারুরূপে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবাসমূহের উপকারভোগী নির্ধারণ সম্ভব হবে এবং প্রয়োজনে বেসরকারি খাতে তা ব্যবহার করা যাবে। এনপিআর সকল ধরনের প্রতারণা ও হয়রানিমূলক কার্যক্রম হ্রাস ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডারসমূহ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) এর মাধ্যমে এনপিআর তথ্যভান্ডারের সাথে সংযুক্ত থাকবে। অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যবহারকারী ব্যতীত কেউ কোন তথ্য পরিবর্তন বা মুছতে পারবেন না। কোনো তথ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় ট্র্যাক রেকর্ড রেখে কেবল অনুমোদিত ব্যবহারকারী তা করতে পারবেন। একবার তথ্য ধারণ করা হলে তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও তার তথ্য মুছা হবে না কেবল হালনাগাদ করা হবে। এটির জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে time-series উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এনপিআরে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয় তবে সরকারি পরিষেবাসমূহ উপভোগ করতে এনপিআর তথ্যভান্ডারে তথ্য থাকা আবশ্যক।

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩, এলোকেশন অফ বিজনেস, ২০১৭, জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনগত ভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিবিএস তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষিত জনবল কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ কিংবা জনশুমারীর উপাত্তকে ব্যবহার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে এর কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারীগণ তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডেটাসেট প্রস্তুত এবং ম্যাপিং করে পরিচালনা করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীরাও তাদের নিজেদের জন্য ডেটা প্রস্তুত এবং ম্যানেজমেন্ট করছে। সরকার বিভিন্ন জরিপ, শুমারি এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্যভান্ডার তৈরি করছে। যাহোক, এই তথ্য এবং তথ্যভান্ডার অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে যা পরবর্তী ব্যবহার করা হয় না বা ব্যবহার করা যায় না। এই ডেটার আন্তব্যাবহারযোগ্যতা (Interoperability) সরকারের খরচ কমানো, সময়ের সাশ্রয়সহ সর্বাধিক ব্যবহারউপযোগী উচ্চ স্তরের রিটার্ন দিতে পারে।

ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) এর প্রস্তুতি হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর, সাশ্রয়ী, তাৎক্ষনিকভাবে আপডেট করা সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেজ এবং তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাসহ সুরক্ষিত ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এনপিআর বিক্ষিপ্ত ডেটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলোকে একটি সমন্বিত (Comprehensive) ডেটা ম্যানেজমেন্টে পরিনত করতে পারে যা পরিসংখ্যানের পাশাপাশি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তথ্যের দ্বৈততা পরিহারে সহায়তা করতে পারে।

২। ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) কি?

জনসংখ্যার রেজিস্টার একটি স্বতন্ত্র তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, যেখানে নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত তথ্য রেকর্ডিংয়ের করা হবে, এবং/অথবা একটি দেশের বসবাসরত জনসংখ্যার প্রতিটি সদস্যের সংগৃহীত তথ্যের সমন্বিত সংযোগ পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে সেই জনসংখ্যার আকার এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্যের হালনাগাদ নিশ্চিত করা হয় (জাতিসংঘ, ১৯৬৯)।

এটি সাধারণত ভৌগোলিক অবস্থানের (জিও কোড) কোড সহ যেকোন স্থানে বসবাসরত সাধারন নাগরিকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। মূলত যিনি গত ৬ (ছয়) মাস বা তার বেশি সময় ধরে স্থানীয় এলাকায় বসবাস করছেন অথবা যিনি পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস বা তার বেশি সময় ধরে সেই এলাকায় বসবাস করতে চান ঐ সকল ব্যক্তিকেই (উভয় দেশী ও বিদেশী নাগরিকের ক্ষেত্রে) এনপিআরে বসবাসরত নাগরিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

একটি জনসংখ্যা রেজিস্টারে আবাসিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, তথ্য হালনাগাদের পদ্ধতি এবং উৎসগুলো এমন হবে যাতে রেজিস্টারে জনগনের তথ্য হালনাগাদ থাকে। জনসংখ্যা রেজিস্টারের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হালনাগাদ করার আইনি ভিত্তি থাকতে হবে। রেজিস্টারে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কে রেজিস্টার থেকে মুছে ফেলা হবে না বরং তার তথ্য সময়ে সময়ে আপডেট করা হবে।

৩। জনসংখ্যা রেজিস্টারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

জনসংখ্যা রেজিস্টারের একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনের “হান” রাজবংশ কর্তৃক খানা ও ব্যক্তিদের তথ্য সম্বলিত প্রথম রেজিস্টার প্রস্তুত করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে “তাইকা পুনরুদ্ধারের” সময় জাপান এই ধরনের একটি রেজিস্টার গ্রহণ/প্রস্তুত করেছিল। ইউরোপে, প্রাচীনতম উদাহরণ হল সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের প্যারিশ রেজিস্টার। হাঙ্গেরি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা নিবন্ধন চালু করে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে, বেলজিয়াম, চিলি, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইতালি, জাপান, কোরিয়া, লিচেনস্টাইন, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, রুকু দ্বীপপুঞ্জ, স্পেন, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড এই ধরনের রেজিস্টার তৈরি করতে শুরু করে (জাতিসংঘ, ১৯৬৯))।

৬০ -এর দশক থেকে, স্থানীয় এবং/অথবা জাতীয় পর্যায়ে রেজিস্টারের তথ্যগুলো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা শুরু হয় এবং ৯০ -এর দশক ও তৎপরবর্তী সময়ে বেশীরভাগ ইউরোপীয় দেশ স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুত করে, এবং পারসোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (PIN) প্রদান করে। সম্প্রতি কিছু উন্নয়নশীল দেশ একই ধরনের রেজিস্টার চালু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারত ইতিমধ্যে ২০১১ সালে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রণয়ন করেছে।

৪। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের ব্যবহার:

একটি জাতীয় জনসংখ্যা রেজিষ্টার ব্যবহারে প্রধানত দুধরণের উপকারিতা পাওয়া যায়। প্রথমত প্রশাসনিক এবং অন্যটি পরিসংখ্যানগত। জাতিসংঘ ১৯৬৯ সালে বিশ্বব্যাপী ৬৫ (পয়ষট্টি) টি দেশের রেজিস্টার পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা চিহ্নিত করে।

ক. পরিসংখ্যানগত

১. যে কোনো সময়ে সকল পর্যায়ের (disagregated) জনসংখ্যার হালনাগাদ উপাত্ত প্রস্তুত ও সরবরাহ করা;

২. অভ্যন্তরীণ অভিবাসন পরিসংখ্যান প্রস্তুত;
৩. আন্তর্জাতিক অভিবাসন পরিসংখ্যান প্রস্তুত (জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক, আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিক ইত্যাদি);
৪. উন্নত বিশ্বের মত রেজিস্টার বেইজড জনশুমারি প্রচলন করা;
৫. সকল নমুনা জরিপের স্যাম্পলিং ফ্রেম (sampling frame) নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
৬. জনতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়মিতভাবে জনমিতিক ও আর্থসামাজিক তথ্যের হালনাগাদকরণ;

খ. প্রশাসনিক

সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সকল সুবিধা এবং পরিষেবার যথাযথ পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও ট্র্যাকিং করার মাধ্যমে যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;প্রতিটি পরিবার এবং ব্যক্তির জন্য একটি নির্ভরযোগ্য হালনাগাদ ফাইল প্রস্তুতকরণ; যথা:

৭. ১. সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
৮. ২. জমি সংক্রান্ত বিরোধ/মামলা নিষ্পত্তিতে তথ্যভিত্তিক সহায়তা প্রদান;
৯. ৩. কর বিরোধ (Tax Dispute) - কর জালিয়াতি, কর ফাঁকি, মিথ্যা তথ্য প্রদান ইত্যাদি;
১০. ৪. অপরাধমূলক রেকর্ড-পুলিশ রেকর্ড, জাল/ভূয়া পরিচয়দানকারী ব্যক্তি সনাক্তকরণ ইত্যাদি;
১১. ৫. ফ্যামিলি ট্রি- উত্তরাধিকার, পেনশন, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি;
১২. ৬. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিশ্চিত করা;
১৩. ৭. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার- ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বিচারিক, শিক্ষাগত, শ্রমবাজার, আয়কর, আবাসন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ইত্যাদি।

কিছু দেশ (নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি) এনপিআর (NPR) পদ্ধতি অবলম্বন করে দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করার প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই নিজ নিজ এনপিআরে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ক্রমাগত আপডেট করা হয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি অনন্য (Unique) শনাক্তকরণ নম্বর দেওয়া হয় যা বিভিন্ন রেজিস্টারের (যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি) তথ্য সংযুক্ত করতে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত তথ্যের হালনাগাদ করতে সক্ষম। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তৈরিতে সংরক্ষিত তথ্যসমূহের আন্তসংযোগ (Interconnectivity) একটি বড় সহায়ক হতে পারে। রেজিস্টারগুলি আনুদৈর্ঘিক (Longitude) তথ্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে যা জীবনকাল জুড়ে একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করে।

তাছাড়া, রেজিস্টারের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বিচার বিভাগীয় পরিসংখ্যান, শিক্ষাগত পরিসংখ্যান, পারিবারিক আয় ও ব্যবহারের পরিসংখ্যান, শ্রম পরিসংখ্যান, আয়কর পরিসংখ্যান এবং আবাসন পরিসংখ্যান ।

৫। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (NPR)এর উদ্দেশ্য:

NPR এর উদ্দেশ্য :

১) প্রত্যেক বাসিন্দার জনতাত্ত্বিক, বায়োমেট্রিক এবং প্রশাসনিক তথ্য সংবলিত একটি সুসমন্বিত জাতীয় ডাটাবেইজ (National Database) প্রস্তুত করা;
২) সরকারি ও অন্যান্য সংস্থাকে প্রশাসনিক ও আইনি উদ্দেশ্যে ফ্যামিলি-ট্রি সহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ, ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় ও তার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;
৩) সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ীভাবে সকল সামাজিক পরিষেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঠিক বিতরণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করা;

৪) সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ীভাবে সকল সামাজিক পরিষেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সঠিক বিতরণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করা;
৫) কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার প্রস্তুতপূর্বক সমন্বিত সংযোগসহ তথ্যের ব্যবহার
৬) কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার প্রস্তুতপূর্বক সমন্বিত সংযোগসহ তথ্যের ব্যবহার
৭) সকল নাগরিকের পরিচিতি জানার জন্য একক তথ্যভান্ডার তৈরি;
৮) সকল নাগরিকের পরিচিতি জানার জন্য একক তথ্যভান্ডার তৈরি;
৯) কোনো ব্যক্তির জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে রক্ষিত স্থায়ী রেকর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়মিত হালনাগাদকরণের মাধ্যমে জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের সমন্বিত কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন

৬। **NPR** এর জন্য যে সব ডাটা সংগ্রহ করতে হয় তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

১) জনমিতিক (Demographic) ডেটা:

১.ব্যক্তিগত: নাম, লিঙ্গ, শিক্ষা, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, বর্তমান ঠিকানায় অবস্থানের সময়কাল, স্থায়ী ঠিকানা ইত্যাদি।
২.আইনগত **(পরিচিতিমূলক):** এনআইডি, পাসপোর্ট, মোবাইল নম্বর, জন্ম নিবন্ধন, TIN ইত্যাদি
৩.পারিবারিক সম্পর্ক : পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি।
৪. কর্মসংস্থান: পেশা, প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, পদবি, যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদি।
৫.স্বাস্থ্য: প্রতিবন্ধিতা, দীর্ঘস্থায়ী ও বংশগত রোগ ইত্যাদি।
৬.অর্থনৈতিক: খানার ধরন, খানার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, খানার অর্থনৈতিক অবস্থা, খানার পরিসম্পদ, ইউটিলিটি সেবা ইত্যাদি।
৭.অন্যান্য: জাতীয়তা, নাগরিকত্ব, বাসস্থান, সংশ্লিষ্ট জিও কোড ইত্যাদি।

২) BIOMETRIC ডেটা:

১.আঙুলের ছাপ: মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য
- ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য সংরক্ষণ করা সহজ

২. Face Recognition:
- Facial biometric
- মুখাবয়বের বৈশিষ্ট্য (Facial Features) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা ।
- ব্যক্তি সনাক্তকরণে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি
- ভিডিও এবং ছবি থেকে সহজে Face Recognition করা যায়

৩. IRIS:দুই চোখের IRIS স্ক্যান
- আঙুলের ছাপের মতো প্রতিটি ব্যক্তির জন্য এটিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য
- IRIS-এর বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব

৭। জনসংখ্যা রেজিস্টার বনাম সিভিল/নাগরিক রেজিস্টার:

বিভিন্ন সিভিল/নাগরিক রেজিস্টার নিয়ে যে সকল সংস্থা কাজ করে থাকে তাদের কাছে সংরক্ষিত রেজিস্টার এর সাথে জনসংখ্যা রেজিস্টার সংক্রান্ত ধারনা প্রায়শই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বস্তুত, সিভিল/রেজিস্ট্রেশন ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার থেকে আলাদা। সিভিল/নাগরিক রেজিস্টারে সাধারণত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনতাত্ত্বিক ঘটনা যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও এটি একটি জনসংখ্যা রেজিস্টারের ডিজাইন এবং আপডেট করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে। যদিও একটি এনপিআর প্রস্তুতের জন্য শুধুমাত্র এই বিষয়গুলোই যথেষ্ট নয় এটা নিশ্চত ভাবেই বলা যেতে পারে। পপুলেসন রেজিস্টার তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমপক্ষে তিনটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

প্রথমত, একজন ব্যক্তির জন্য পৃথক ঘটনা (জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি) সম্বলিত সার্টিফিকেটগুলোকে একটি সাধারণ সংস্থার অধীনে আনতে হবে, যথা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু জনসংখ্যা রেজিস্টার একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা দেশে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, তাই ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

পরিশেষে, এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার প্রাথমিক নিবন্ধন অবশ্যই হতে হবে, সাধারণত একটি আদমশুমারির মাধ্যমে ইহা হয়ে থাকে।

৮। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার **(NPR)** ও জনশুমারির সম্পর্ক:

অধিকাংশ দেশেই প্রথম জনসংখ্যা রেজিস্টার জনশুমারির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে , ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বেলজিয়ামের জনসংখ্যা রেজিস্টার থেকে ২০০১ সালের অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যা রেজিস্টার পর্যন্ত সবগুলোই জনশুমারির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু রেজিস্টারের ক্রমাগত আপডেট করার কারণে ঠিকানা পরিবর্তনের মত দুর্বল তথ্যের জন্য রেজিষ্টারের নির্ভরযোগ্যতায় সমস্যা দেখা দেয়, তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জনশুমারিকে পপুলেশন রেজিস্টার নিয়মিতভাবে আপডেট করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। বাস্তবে, যখন রেজিস্টারগুলি হাতে লেখা ছিল, প্রতিটি জনশুমারির পরে নতুন কপি তৈরি করা হতো। নতুন ব্যক্তির আগমনের ফলে এবং বিদ্যমান পরিবারের পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

পপুলেশন রেজিস্টার কম্পিউটারাইজেশন এবং তাদের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি করার পরে রেজিস্টার আপডেট করার জন্য শুমারির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক দেশে জনসংখ্যা রেজিস্টারের উন্নয়নের সাথে সাথে জনসংখ্যা রেজিস্টার ও শুমারির ভূমিকার অদল বদল হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা রেজিস্টার ব্যাবহার করেই জনশুমারি বাস্তবায়ন করা হয়।

ষাট-এর দশক এ	**নিবন্ধন এবং জনশুমারির মধ্যে সংযোগ**	**দেশ**
১	জনশুমারি সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনিক উপাত্ত (কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেজিস্টার) হতে নেওয়া হয়	অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন।
২	জনশুমারি আংশিকভাবে প্রশাসনিক উপাত্ত (কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার) এবং বিদ্যমান বা তাৎক্ষণিক পরিসংখ্যান জরিপ থেকে নেওয়া হয়	বেলজিয়াম, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, স্লোভেনিয়া
৩	শুধুমাত্র জনশুমারির জনসংখ্যা গণনার জন্য কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়	চেক প্রজাতন্ত্র, এস্তোনিয়া, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, পোল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড
৪	কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা রেজিষ্টার এবং জনশুমারির মধ্যে কোন যোগসূত্র স্থাপন করা হয়নি।	বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য

ছক:-১: বিভিন্ন দেশে ২০১০-২০১১ সালের জনশুমরিতে জনসংখ্যার রেজিস্টারের ব্যবহার

৯। জনসংখ্যা নিবন্ধনের ভারতীয় অভিজ্ঞতা:

ইউআইডি নম্বর (স্বতন্ত্র সনাক্তকরণ নম্বর UID) সম্বলিত সকল সাধারণ বাসিন্দাদের একটি বিস্তৃত ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে ভারত ২০১১ সালে জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুতের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে। আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় তথা ই-গভ: সহজিকরনে জনসংখ্যা রেজিস্টারের ইউআইডি নম্বরটি চমকপ্রদ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করে যার মাধ্যমে দ্বৈত সুবিধাভোগীদের কে চিহ্নিতকরণ, সম্পদের অপচয় রোধ এবং প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজতর করতে সাহায্য করে। ভারতের জনসংখ্যা রেজিস্টার দুটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, একটি হল ২০১০ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা থেকে প্রাপ্ত জনতাত্ত্বিক তথ্যের ডিজিটালাইজেশন এবং ৫ বছর ও তদুর্ধ বয়সের নাগরিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য (ছবি, ১০ আঙুলের ছাপ, উভয় চোখের আইরিস) সংগ্রহ করা। অতপর ডাটাবেজটিকে পাঠানো হয় ইউআইডি সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ

তথা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) এর নিকট যেখানে তারা ইউআইডি নম্বরগুলোর দ্বৈত ব্যাবহার রোধ করে এবং নতুন ইউআইডি নাম্বার বরাদ্দ করে এভাবে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯ টি রাজ্যে এনপিআর প্রস্তুতের কাজটি করা হয়েছিল। ভারত ২০২১ সালে অনুষ্ঠিতব্য জনশুমারির অংশ হিসাবে, জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ডাটাবেজটিও আপডেট করতে যাচ্ছে। গণনাকারিদের জন্য বিদ্যমান বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি, অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ও তার পরিবারের সংগৃহীত ডাটা অধ্যয়ন করার এবং স্বাক্ষর ব্যবহার করে তা প্রত্যয়িত করারও সুযোগ প্রদান করা হবে। এমন কি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জনসংখ্যা রেজিষ্টার হালনাগাদের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, পরিবারের প্রত্যেকে সদস্যের কাছ থেকেই এই প্রত্যয়ন চাওয়া হতে পারে। এনপিআর অ্যাপে আধার কার্ড, ভোটার আইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ডং, মোবাইল নম্বর এর মতো তথ্য সমূহের ডাটাবেজে পরস্পর সাথে সংযুক্ত থাকবে। এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর অধীনে সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্রের সঙ্গেও আধার কার্ডের সাথে সংযুক্ত করছে। প্রত্যেক বাসিন্দার (residence) তথ্যাদি আলাদাভাবে সনাক্ত করছে;

তা হলে NPR এর মাধ্যমে ভারত কিভাবে উপকৃত হচ্ছে? কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা যেতে পারে:

১. অপরাধীদের তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে NPR ব্যবহৃত হচ্ছে;

২. ফ্যামিলি ট্রি নির্ধারণে ব্যবহৃত হচ্ছে;

৩. তথ্যের দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের মাধ্যমে সকল ধরণের জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে;

৪. পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম (Public Distribution System) এর কার্যক্রম পরিচালনায় এনপিআর সফলভাবে কার্যকর;

৫. NPR এর বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহার করে নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

১০। বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুতির উদ্যোগ:

বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের উন্নয়নের কার্যক্রম একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। ২০১০ সালে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (PMO), পরবর্তিতে a2i প্রকল্প এবং তারপর পরিসংখ্যান বিভাগ এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২৯শে জুন, ২০১০ তারিখে তৎকালীন মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত একটি কার্যকর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রতিনিধি, সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জনশুমারির তথ্য এবং অন্যান্য সকল উপাত্তের উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) তৈরি করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারটি নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন জাতীয় পরিচয় পত্রের ডাটাবেইজের সঙ্গে একীভূত হবে। বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুতিতে সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখতে গত ১৫ নভেম্বর ২০১০ বিবিএস এবং a2i এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এ স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং এর আনুমানিক ব্যয় ২২.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে, ২১ মে, ২০১৩ তারিখে বিবিএস এবং এসআইডি-র তথ্যের মাত্রা (dimension) শক্তিশালী করার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে আরো একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যার মধ্যে জনসংখ্যা রেজিস্টারের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে, বিবিএস ২২০.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধনের জন্য টেস্ট পর্ব' নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেই কর্মসূচির আওতায়, যথাক্রমে মানিকগঞ্জ সদর এবং টাঙ্গাইলের নাগরপুরে জনসংখ্যা রেজিস্টারের দুটি পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছিল। ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ পোভার্টি ডাটাবেইজ প্রকল্প, যা পরবর্তীতে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) প্রকল্প নামে নামকরণ করা হয়, প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটিও বাংলাদেশের জনসংখ্যা রেজিস্টার উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গ্রহন করা হয়েছিল। এনএইচডি প্রকল্প মাধ্যমে দেশব্যাপী মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রতিটি ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্ম নিবন্ধন নম্বরসহ খানা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে একটি ডাটাবেইজ (NHD-MIS) প্রস্তুত করা হয়েছে যা ইতিমধ্যেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের (ModMR) ডেটাবেজের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব, সকল পর্যায়ে পাইলটিং অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুত করার সময় এখনই।

১১। বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুতে বর্তমান অবস্থা:

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল পরিসংখ্যান কার্যক্রম, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগ (SID) এর অধীনস্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) উপর ন্যস্ত। একই সাথে ধারা ৬(ত) (পরিসংখ্যান আইন-২০১৩, বাংলাদেশ সরকার) অনুযায়ী জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের উন্নয়ন, হালনাগাদকরণ সহ রেজিস্টারের সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোই দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী (বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নির্দেশনায়/পরামর্শে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের (NPR) উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করবে। তাছাড়া, মন্ত্রিসভা অনুমোদিত পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (এনএসডিএস) অনুযায়ী সেন্সাস উইং, বিবিএস (বিবিএস, ২০১৩) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের (NPR) বাস্তবায়ন করবে। সুতরাং, আইনগতভাবে, প্রশাসনিক দলিলে (অর্পিত দায়িত্বভার) এবং সরকারের কৌশলগত নথিতে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের আইনি ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ৮ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় এটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি কার্যক্রম হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

BBS এর সক্ষমতা: আদৌ কি এ কাজ করার সক্ষমতা আছে কিনা?

১. দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা - CAPI পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ –বিবিএস এর দক্ষ কর্মী বাহিনী রয়েছে;
২. বিবিএস জরিপ ও শুমারির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান;
৩. লজিস্টিকস - উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটারাইজড অফিস;
৪. নিজস্ব অফিস- সদরদপ্তর ছাড়াও ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা অফিস এবং ৪৯২টি উপজেলা অফিস রয়েছে;
৫. আইনগত ভিত্তি- বিদ্যমান আইন-কানুনের ভিত্তিতে NPR প্রণয়ন করা সম্ভব, এজন্য নতুন কোনো আইনের প্রয়োজন হবে না;
৬. NPR বাস্তবায়নে BBS দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসহ সর্বোচ্চ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এছাড়াও;
৭. বর্তমান তরুন প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ। NPR-এর কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা যাবে।

১২। **জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুত পদ্ধতি:**

নথি সংরক্ষনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুত পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বেশিরভাগ দেশ প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারে ভিত্তি/প্রাথমিক তথ্য হিসেবে জনশুমারি হতে প্রাপ্ত তথ্যকে ব্যবহার করেছিল । বাংলাদেশ ও এই উদ্দেশ্যে একই ধরণের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। বরং, এক্ষেত্রে যে ডাটাবেইজ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা জনশুমারির ডাটাবেইজের থেকেও অধিক কার্যকর। ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার খানাভিত্তিক আর্থ-সামাজিক তথ্য এবং সেইসাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকৃত পরিবার কে সঠিকভাবে সনাক্তকরণের জন্য খানার আর্থসামাজিক অবস্থা নির্ণয়কসূচক তথ্যও এই ডাটাবেইজে সংরক্ষিত আছে। আর এই তথ্য সমূহকেই জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তারপরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সকল ডাটাবেইজকে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার বা ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বিভিন্ন ডাটাবেইজের মধ্যে একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে এবং প্রশাসনিক ও পরিসংখ্যানগত কার্যক্রম সরকার কর্তৃক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সব ধরনের তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করবে।
অতএব, জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার তৈরির সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে (NHD MIS) ডাটাবেইজ কিংবা জনশুমারির ডাটাকে বেজলাইন ডাটাবেইজ হিসেবে ব্যবহার করা।
২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধি-দপ্তর, পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ডাটাবেইজের সমন্বয়।
৩. জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারের জন্য ডাটা গ্যাপ বিশ্লেষণ

৪. ডাটা গ্যাপ দূরীকরণের জন্য খানাভিত্তিক জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ।
৫. বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ।
৬. ভবিষ্যতে রেজিস্টারটির স্বয়ংক্রিয় হালনাগাদের উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

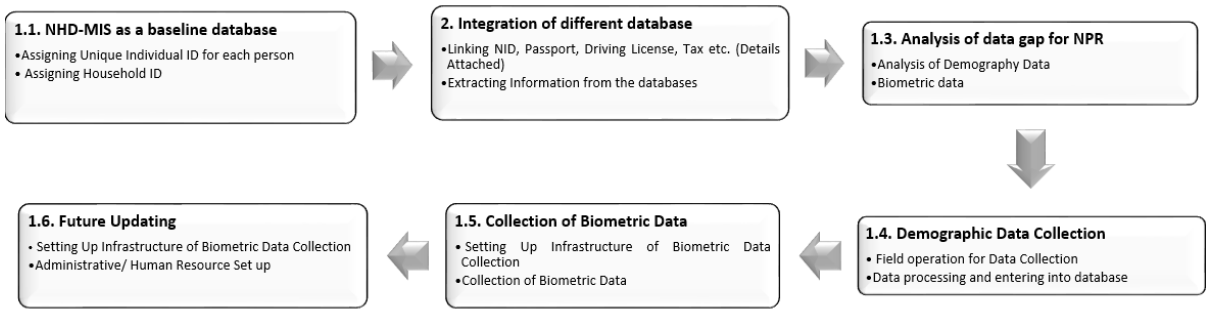

চিত্র -০১: NPR প্রস্তুতের প্রক্রিয়া

১৩। <u>যে সকল রেজিস্টার এবং তথ্য ভান্ডার NPR- এর সাথে সংযুক্ত থাকবে</u>:

আর্থ-সামাজিক পরিসংখ্যান ব্যবহারের জন্য একটি আন্ত -সংযুক্ত এবং সমন্বিত এনপিআর থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া, রেজিস্টার-ভিত্তিক জনশুমারি পরিচালনা এবং নাগরিক নিবন্ধনের সুবিধার্থে একটি আদর্শ জাতীয় নাগরিক রেজিস্টারের ডাটাবেইজকে অবশ্যই নিম্নলিখিত ডাটাবেইজগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে:

১. নতুন আগমনী নিবন্ধন
   - জন্ম নিবন্ধন
   - অভিবাসন নিবন্ধন

২. প্রস্থান নিবন্ধন
   - মৃত্যু নিবন্ধন
   - বহিঃগমন নিবন্ধন

৩. নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র
৪. বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন
৫. পাসপোর্ট নিবন্ধন
৬. ড্রাইভিং লাইসেন্স
৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের MIS ডাটাবেইজ
৮. দুর্যোগগ্রস্থদের ডাটাবেইজ
৯. শরণার্থীদের ডাটাবেইজ
১০. বিদেশি নাগরিকদের ডাটাবেইজ (BIDA)
১১. ট্যাক্স এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন
১২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইপকারভোগীদের তথ্য
১৩. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ডাটাবেইজ
১৪. পুলিশের নথি
১৫. শিক্ষা নথি (BANBAIS)
১৬. কোর্ট নথি
১৭. টেলিকম পরিসেবা ব্যবহারকারিদের তথ্য
১৮. ইমিগ্রেশন তথ্য
১৯. পারিসংখ্যিক বিজনেস রেজিস্টার /ব্যবসা নিবন্ধন পরিসংখ্যান
২০. শুমারি সমূহের ডাটাবেইজ (জনশুমারি, কৃষি শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি)
২১. আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত ডাটাবেইজ

২২.ব্যাংক আকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য
২৩. পরিবার পরিকল্পনা ডাটাবেইজ
২৪. আরজেএসসি
২৫. প্রতিবন্ধি ডাটাবেইজ
২৬. জেলখানার নথি
২৭. ভূমি নিবন্ধন
২৮. বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিক এর তথ্য
২৯. ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীদের তথ্য
৩০. ডিএমপি কর্তৃক সংরক্ষিত ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিকের তথ্য
৩১. অন্যান্য (যদি থাকে)

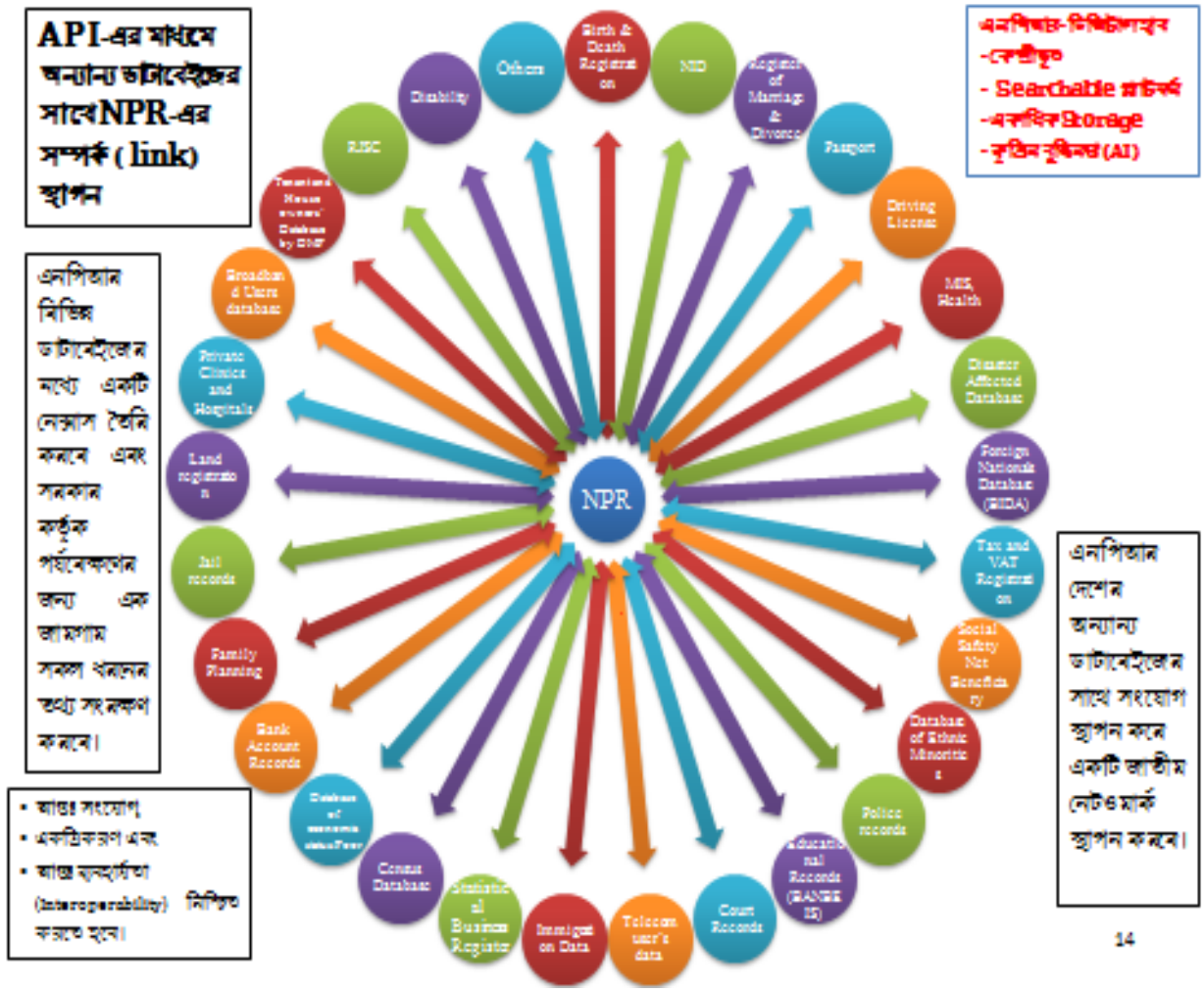

চিত্র: ২: অন্যান্য ডাটা বেইজের থেকে NPR এর আন্ত সংযোগ

১৪। **<u>এনপিআরের জন্য জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ:</u>**

অসামঞ্জস্য তথ্য সনাক্ত করার এনপিআর তৈরির পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আন্তর্জাতিক মান এবং নির্দেশনা অনুযায়ী জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে প্রথাগত আইসিআর প্রশ্নপত্র বা ইলেকট্রনিকভাবে তথ্য সংগ্রহ উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যাইহোক, প্রক্রিয়ার সহজিকরন এবং খরচ কমানোর জন্য জনশুমারি ও গৃহগণনার CAPI পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, শুদ্ধিকরন এবং ডাটাবেইজ তৈরি নিম্নলিখিত পর্যায়গুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে:

১৫। **NPR এর জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ:**

বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা। এটিতে সফল হওয়ার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং ডাটাবেইজে প্রবেশ/সংরক্ষণ করা হবে। ০ বছর বা তার বেশি বয়সী সমস্ত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হবে এবং ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে। মুখের গঠনগত/মুখায়বের তথ্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচ্চ রেজুলেশনের ছবি তোলা হবে। এছাড়াও, সমস্ত ব্যক্তির আইআরআইএস (IRIS) স্ক্যান অন্যান্য বায়োমেট্রিক এবং জনতাত্ত্বিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হবে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সনাক্তকরণের জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

১৬। **ভবিষ্যতে হালনাগাদকরণ:**

জন্ম, মৃত্যু এবং বসবাসের স্থান পরিবর্তন বিবেচনায় জনসংখ্যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে; সুতরাং, যদি জনসংখ্যা-নিবন্ধন ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর করতে হয় তবে এটিকে স্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালনা করা জরুরী। এর মানে হল যে নিবন্ধন ব্যবস্থার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত মানবসম্পদ এবং দাপ্তরিক সক্ষমতার পাশাপাশি যথেষ্ট প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা থাকা বাঞ্চনীয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। অধিকন্তু, ডাটাবেইজ আপডেট করার জন্য পর্যায়ক্রমিক জনশুমারি বা জরিপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আবাসের ঠিকানা হালনাগাদ এবং অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর খুঁজে বের করার জন্য, আবাসন পরিবর্তন রেকর্ডিংয়ের একটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাসিন্দাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় রেজিস্ট্রেশন পয়েন্টে অনলাইনে বা স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাইকরনের পরে রেজিস্ট্রার অফিস প্রয়োজনীয় তথ্যের হালনাগাদ করবে। এছাড়া অন্য সকল ধরণের নাগরিক নিবন্ধন সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা উচিত। অন্যথায় নাগরিক সেবা স্থগিত রাখার জন্য আইনি বিধান করা যেতে পারে।

এনপিআর কে কার্যকরী এবং আপডেট রাখার জন্য, অন্যান্য সমস্ত ডাটাবেইজ সর্বদা নির্বিঘ্নে আপডেট করা উচিত। অন্যান্য সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার দ্বারা রক্ষিত ডাটাবেইজগুলোর মধ্যে আন্ত:সংযোগ থাকা

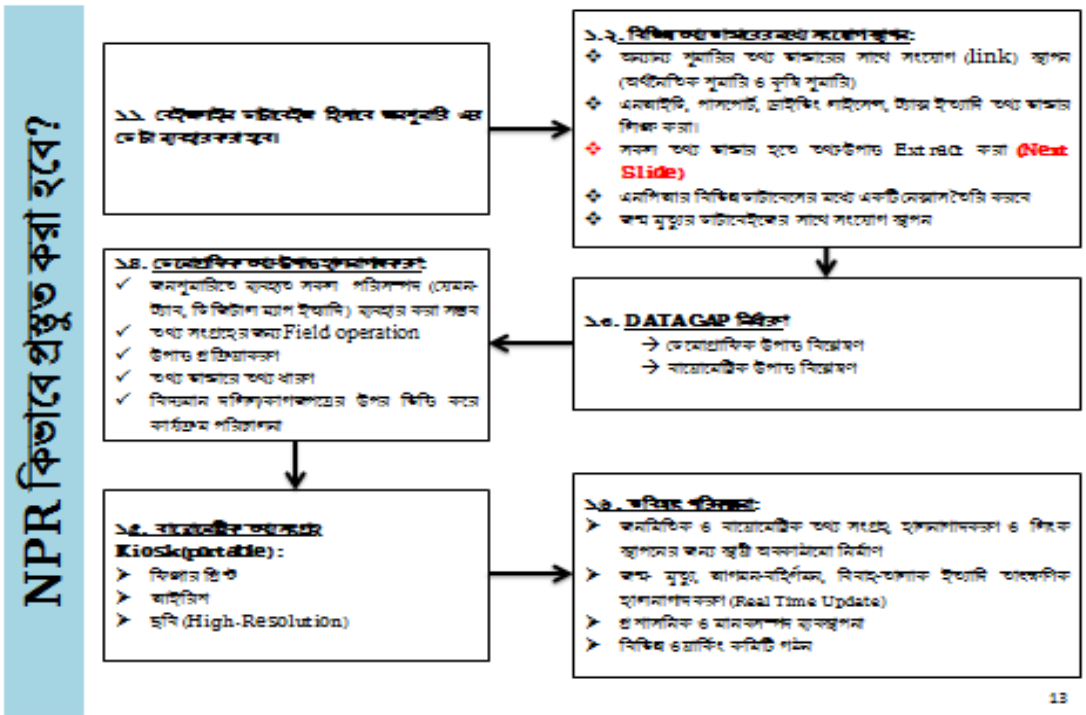

উচিত।

চিত্র: ৩: NPR কেমন করে প্রস্তুত করা হবে।

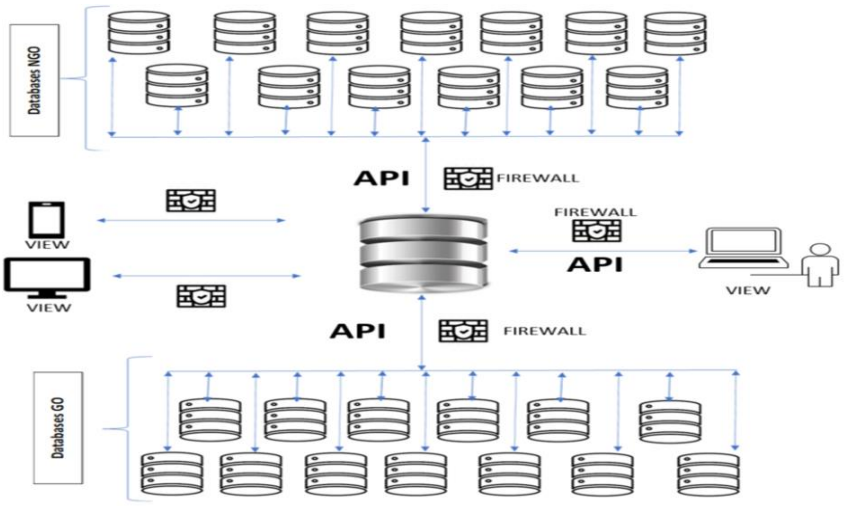

চিত্র: ৪: NPR ওয়ার্কফ্লো

১৭। **জনসংখ্যা নিবন্ধন, নাগরিক নিবন্ধন এবং অন্যান্য রেজিস্টারের মধ্যে সমন্বয় ব্যবস্থা**:

জনসংখ্যা রেজিষ্টার থেকে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস গণনার একটি বড় সুবিধা হল সংখ্যার বিভাজক পদ্ধতির পক্ষপাত ছাড়া সরাসরি নির্দিষ্ট জনতাত্ত্বিক হার গণনা করা সম্ভাবনা। উদাহরণস্বরূপ, চাকুরিজীবি এবং/অথবা অভিবাসী মহিলাদের নির্দিষ্ট প্রজনন হার, সমতা অগ্রগতির অনুপাত, শিক্ষাগত অর্জনের দ্বারা জীবনমানের উন্নয়ন, জাতিগত গোষ্ঠী/বিদেশী কর্তৃক মিশ্র বিবাহের সূচক, আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার গণনা ইত্যাদি সম্ভাবনা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর জন্য নাগরিক নিবন্ধন এবং জনসংখ্যা নিবন্ধনের তথ্যের মধ্যকার সামঞ্জস্যতার সাথে সাথে উভয় উৎসের একই স্তরের তথ্যের বিস্তারিত মিলের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ কোন জৈবিক বিষয়ের প্রমানপত্র (যেমন জন্ম সনদ) ঐ সকল তথ্য বহন করবে যা ঐ একই বিষয় ও শ্রেনিবিন্যাসের আওতাভুক্ত যেমনটি জনসংখ্যা নিবন্ধনে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে, জনসংখ্যা নিবন্ধনের ব্যবহার একটি ঘটনা/দূর্ঘটনার ঝুঁকিতে থাকা জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার একটি বিস্তৃত সুযোগ প্রদান করে। আর এভাবেই, সমস্ত রেজিস্টারের সমন্বয় সাধনের একটি সমন্বিত উদ্যোগ সমাজের একটি অধিকতর সঠিক এবং বৃহত্তর চিত্র তৈরি করবে।

১৮। **এক ব্যক্তি, একটি** রেকর্ড:

যদিও জনসংখ্যা নিবন্ধন এমন তথ্য প্রদান করতে পারে যা কার্যকর সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য, সেই তথ্যগুলিকে একটি কার্যকরী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা এবং শেয়ার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশগুলির "এক ব্যক্তি, এক রেকর্ড" নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এর মানে হল যে একজন ব্যক্তির সম্পর্কে প্রতিটি তথ্য এক জায়গায় এবং শুধুমাত্র এক জায়গায় নিবন্ধিত হওয়া উচিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষকে তাদের নির্দিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কিত রেকর্ড রাখা থেকে বিরত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ট্যাক্স অফিস একজন ব্যক্তির পেশা এবং আয় সম্পর্কিত তথ্য নিবন্ধন এবং প্রক্রিয়া করতে পারবে। কিন্তু সেই ব্যক্তির বসবাসের স্থান সম্পর্কে তথ্য নিবন্ধন করার পরিবর্তে, ট্যাক্স অফিসের উচিত জনসংখ্যা নিবন্ধন তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই তথ্য নেওয়া। সঠিকভাবে সংগঠিত হলে, এই ধরনের ব্যবস্থা একটি সমাজের প্রশাসনিক মেরুদণ্ড প্রদান করতে পারে। তবে এটি অর্জনের জন্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি সুস্পষ্ট অবকাঠামো একটি পূর্বশর্ত। একটি জন্ম বা অভিবাসনের নিবন্ধন এমনভাবে হতে হবে যে যেন নিবন্ধনের সময় একটি অনন্য পরিচয় তৈরি হয় এবং পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে তা ছড়িয়ে পরে যেন অন্যান্য ব্যবহারকারী/পরিষেবা প্রদানকারীরা তাদের সংশ্লিষ্ট সমস্ত কার্যক্রমে সেই অনন্য সনাক্তকরণ পরিচয়টি ব্যবহার করতে পারে।

১৯। একক নিবন্ধন, একাধিক ব্যবহার:

জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি অবকাঠামোর অভাবের ফলে তথ্যের একাধিক নিবন্ধন একটি সাধারণ সমস্যা। একারণে, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই তাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় নিজস্ব রেজিস্টার বা ডাটাবেইজ বজায় রাখতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, নাগরিকদের প্রয়োজনীয় একাধিকক্ষেত্রে একই তথ্য প্রায়শই একটি প্রত্যয়িত প্রক্রিয়ায় বারবার প্রদান করতে হয় যার সম্ভাব্য পরিণতি সুস্পষ্ট। এই সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল আবশ্যিক কর্তব্যগুলো নাগরিকদের উপর একটি অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে দেয়। পাশাপাশি একই তথ্য বারবার প্রদান ত্রুটির সম্ভাবনা বাড়ায়। সবশেষে, তথ্যের একাধিক নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণের স্তরকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করে যা ডেটা সুরক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি। তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, আইনি ভিত্তিতে যা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশ উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে

২০। NPR এর SWOT বিশ্লেষণ:

নিয়মিত, কদাচিৎ জনশুমারির পরিবর্তে জনসংখ্যা নিবন্ধন-ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। জনসংখ্যা নিবন্ধনের জন্য ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহের (বা সরবরাহ) বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উপলব্ধ তথ্য সর্ববাধুনিক ও বর্তমান, যেখানে দশ বছর পর পর জনশুমারি থেকে পাওয়া তথ্য অনেক বছর পুরানো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জনসংখ্যা নিবন্ধনগুলি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা যেতে পারে, অর্থাৎ তথ্য সংকলন এবং বিশ্লেষণের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার প্রয়োজন নেই, যেমনটি দশ বছর অন্তর অন্তর জনশুমারির জন্য করা হয়ে থাকে । জনসংখ্যা রেজিস্টার হালনাগাদের জন্য আন্ত-সম্পর্কিত নথি সমূহ ব্যবহারের সম্ভাবনাও রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তির সারা জীবন জুড়ে তার পরিবার বা পারিবারিক তথ্য বিন্যাস অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সর্বশেষ হালনাগাদকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

যাইহোক, প্রাপ্ত তথ্যের ধরন নির্ধারিত হয় প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর তথ্য সংগ্রহের বৈশিষ্ট্যের উপর। যে কোন শুমারিতে একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন যুক্ত করেই কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য সহজেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। যখন প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন বিভাগ বা অঞ্চলে সংরক্ষিত তথ্যের গুনগত মানের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হতে পারে। তথ্য ফাঁস বা চুরির সম্ভাবনাও এক্ষেত্রে উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে পারে। এজন্য তথ্য সংরক্ষনের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়।

১. জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে নতুন প্রযুক্তি ২. ভৌগলিক কোড সমৃদ্ধ এনএইচডি ও শুমারির ডাটাবেইজের ব্যবহার ৩. যে কোন সময় শারিরিক প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ ৪. মানব সৃষ্ট ভুলের সংখ্যা হ্রাস করেন CAPI ব্যবহার ৫. জন্ম, মৃত্যু এবং অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যের দ্রুততম হালনাগাদ ৬. সরকারের বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য ব্যবহার ৭. প্রযুক্তি চালিত - নিরপেক্ষ, কেন্দ্রীয়, অসাদৃশ্য তালিকা **Strength**	১. ভুল 3W (মানুষ, সময়, স্থান) ২. তথ্য প্রযুক্তির অবাকাঠামোগত ও সুবিধা সমূহরে অপ্রতুলতা ৩. ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া (যন্ত্রপাতির ক্রয় ও রক্ষনাবেক্ষন) ৪. ছয় মাসের অধিক সময় ধরে বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির তথ্য অন্তর্ভুক্ত না থাকা। এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে। ৫. পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের গুনগত মান সম্পর্কিত সংশয় ৬. ইন্টারনেট সেবার অস্থিতিশিলতা **Weakness**

Opportunity	Threats
১. আইনি সহায়তা ১.১ এলোকেশন অব বিজনেস ১.২ পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ ২. তথ্য ফাঁস বা চুরির সীমিত সুযোগ (ICTACI) ৩. দেশী বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের স্বতস্ফুর্ততা- a2i, UNFPA ৪. ক্রমবর্ধমান দেশীয় অর্থনীতি ৫. ICT- তে দক্ষ লোক কাজে নিয়োজিত করা	১. কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট বাজেটের সমস্যা ২. CRVS, NID এবং ডাটাবেইজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ৩. বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির নিবন্ধন প্রক্রিয়া ৪. এনপিআর এ আরো অনেক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হতে পারে।

২১। উপসংহার:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থা তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করছে। সরকার বিভিন্ন জরিপ ও শুমারির পাশাপাশি দাপ্তরিক বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত তৈরি করছে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে থাকা এসকল তথ্য-উপাত্তের একটি সমন্বিত ডাটাবেজ অত্যন্ত প্রয়োজন। ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) উন্নয়নের মাধ্যমে একটি কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং তাৎক্ষণিক হালনাগাদকৃত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করে সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশাসনিক ও অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আরও সহজলভ্য ও ব্যবহারবান্ধব করা অত্যন্ত জরুরি। ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার (এনপিআর) বা জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার হলো একটি দেশের সকল নিবাসী বা ৬ মাস বা এর অধিক সময় ধরে কোনো নির্দিষ্ট দেশে বসবাস করছেন বা আগামী ৬ মাস অবস্থান করবেন এমন সকল ব্যক্তির জনতাত্ত্বিক, বায়োমেট্রিক ও প্রশাসনিক তথ্য সংবলিত একটি রেজিস্টার। এর মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিক, দেশে অবস্থারত বিদেশি নাগরিকের তথ্য উপাত্ত, জন্ম-মৃত্য, আগমন-বহির্গমন, বিবাহ-তালাকসহ সকল ধরণের জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান যে কোনো সময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে সব ধরণের জালিয়াতি সনাক্ত, নির্মূল ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বিবিএস (২০১৩), জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল (এনএসডিএস), ঢাকা, বাংলাদেশ।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৩) পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭) 'রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬', ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪. OSCE এর অফিস ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (২০০৯) 'জনসংখ্যা নিবন্ধনের নির্দেশিকা' ওয়াসঅ, পোল্যান্ড।

৫. পৌলেন, হার্ম এবং রজার ডেপ্লেজ দ্বারা অনুবাদিত, Le registre de population centralisé, source de statistiques démographiques en E. (2013) 'সেন্ট্রাল পপুলেশন রেজিস্টার এজ এ সোর্স অব জেমোগ্রাফিক স্ট্যাটিসটিকস ইন ইউরোপ', জনসংখ্যা (ইংরেজি সংস্করণ), ৬৮(২), পিপি. ১৮৩-২১২, ডিওআই: ১০.৩৯১৭/পোপ.১৩০২.০১৮৩।

৬. জাতিসংঘ (১৯৬৯) 'মেথডলজি অ্যান্ড ইভালুয়েশন অব পপুলেশন রেজিস্টার অ্যান্ড সিমিলার সিস্টেমস', স্টাডিজ ইন মেথডস, নিউইয়র্ক, জাতিসংঘ।

৭. ভারহোয়েফ এবং ভ্যান ডি কা ডি.জে. (১৯৮৭) 'পপুলেশন রেজিস্টারস অ্যান্ড পপুলেশন স্ট্যাটিসটিকস', পপুলেশন ইনডেক্স, ৫৩(৪), পিপি. ৬৩৩-৬৪২, ডিওআই: ১০.২৩০৭/৩৬৪৩৭৯২।

৮.https://www.bloombergquint.com/opinion/npr-nrc-caa-how-the-national-population-register-data-will-be-gathered.